আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ডেভিড হিউমকে সংশয়বাদী দার্শনিক হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয় যে, তিনি লকের মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাবাদকে চূড়ান্ত পরিণতি দিয়েছিলেন সংশয়বাদে। সাধারণভাবে সংশয়বাদ নামটি এমন একটি চিন্তাধারাকে বোঝায় যেখানে নিশ্চিত জ্ঞানের সম্ভাবনা বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। সংশয়বাদী দার্শনিকরা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে নানা নীতি প্রবর্তন করেছেন এবং বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন বটে, কিন্তু তাদের মতাদর্শকে দুটি ভঙ্গিতে হাজির করা যায়—(a) জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা, অথবা (b) প্রমাণাভাবের জন্য সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করা থেকে দূরে থাকা। An Enquiry Concerning Human Understanding নামক গ্রন্থে শেষ অধ্যায়ে (দ্বাদশ) হিউম দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন—সংশয়বাদী বলতে কী বোঝায়? সংশয় ও অনিশ্চয়তা বিষয়ক দার্শনিক নীতিকে কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়? সাধারণভাবে সংশয়বাদীকে ধর্মবিরোধী ও দার্শনিক তত্ত্বালোচনার বিরোধী বলে মনে করা হয়। কিন্তু সকল সংশয়বাদীর মেজাজ ও ঝোঁকের দিক একই রকমের নয়। এজন্য হিউম মূল দুটি ধারার সংশয়বাদের কথা বলেছেন, এবং নিজেকে উপস্থিত করেছেন এদের থেকে ভিন্ন ধরনের সংশয়বাদী হিসেবে। এই বিষয়টি হল যথাক্রমে **পূর্বগামী, অনুগামী** এবং **প্রশমিত সংশয়বাদ**।

Scanned by CamScanner

■ প্রশমিত বা মিতবাক সংশয়বাদ

হিউম দেকার্তের পূর্বগামী সংশয়বাদ এবং অনুগামী সংশয়বাদ বা পাইরোবাদ বর্জন করে তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য করে নিজের বক্তব্য হিসেবে প্রশমিত সংশয়ের প্রস্তাব করেছেন। হিউম মিতবাক সংশয়বাদের দুটি রূপকে তুলে ধরেছেন। তিনি পাইরোবাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেননি, বরং চেয়েছেন সাধারণ বুদ্ধি, মনন ও জীবনের আলোকে পাইরোবাদের উগ্রতা ও অতিকথনকে সংশোধন ও সংযত করতে। এই সংযত দৃষ্টিকোণ হবে স্থায়ী ও প্রয়োজনসাধক।[3] এটি প্রশমিত সংশয়বাদের প্রথম রূপ।

অধিকাংশ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক প্রবণতা হল প্রচলিত বা গৃহীত মতগুলিকে মেনে নেওয়া। এজন্য একদর্শী দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠে যার ফলে গৃহীত মতবাদের ত্রুটি ধরা পড়েনি কোনোদিন। বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে মত গড়ে তোলা হয় বলেই বিচারবিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, বিরুদ্ধ মতের প্রতি সহনশীলতা এই দিকগুলি এখানে আদৌ কোনো স্থান পায় না। এর বিপরীতে রয়েছে মননশীল ব্যক্তিদের প্রসারিত দৃষ্টিকোণ যেখানে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে পক্ষ-বিপক্ষ বক্তব্য বিবেচনা করা হয় এবং প্রতিটি মতের সাপেক্ষ-মূল্য বিচার করা হয়। সাধারণ মানুষ কিন্তু যুক্তি-বিচারের টানাপোড়েন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠে।

হিউম মনে করেন, যে মননশীল ব্যক্তিরা বহু ক্ষেত্রে নিরলস গবেষণা ও পক্ষপাতহীন বিচারবিশ্লেষণ সত্ত্বেও সংশয়ের মধ্যে থাকেন, নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে চান না। তবে এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা নিজেদের মত সম্পর্কে ধ্রুব নিশ্চিত থাকেন এবং অভ্যাসজাত মতকেই শেষ কথা বলে মনে করেন। হিউম লিখেছেন যে, বিচারবিযুক্তবাদী দম্ভের সঙ্গে কিছুটা পাইরোবাদ মিশিয়ে দিলে ওই দম্ভকে ম্লান করে দেবে দেখাবে যে, মানুষের স্বভাবগত সার্বিক বিহ্বলতা এবং বিভ্রান্তির সঙ্গে তুলনায় তাদের প্রাপ্ত সুবিধা অত্যন্ত তুচ্ছ।[4] হিউমের মত হল যে, সঠিক আলোচকের সকল প্রকারের সমীক্ষা এবং সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত থাকবে কিছুটা সংশয়, সতর্কতা এবং বিনয়।

Scanned by CamScanner

হিউম মিতবাদী সংশয়ের দ্বিতীয় একটি রূপের কথা বলেছেন যা পাইরোবাদী সংশয় এবং দ্বিধাগ্রস্ততার স্বাভাবিক পরিণতি যা মানবজাতির কাছে সুবিধাজনক।[1] এই দৃষ্টিকোণ আমাদের অনুসন্ধানকে সেই সকল বিষয়ের মধ্যে সীমিত রাখে যা মানুষের বোধশক্তির সীমিত ক্ষমতার উপযোগী। মানুষের সুউচ্চ কল্পনা বহু দূরবর্তী এবং অতিন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এগিয়ে চলতে চায়। কিন্তু সঠিক বিচার বিপরীত পদ্ধতি প্রয়োগ করে, সাধারণ জীবনের ওপর ভিত্তি করে, সকল প্রকারের সুদূরপ্রসারী ও জীবন বিচ্ছিন্ন ভাবনাকে সরিয়ে রাখে শক্তিশালী স্বাভাবিক সহজাত বৃত্তির সহায়তায়। দর্শন চর্চা অবশ্যই আমাদের আনন্দ দেবে, কিন্তু দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ জীবনেরই প্রতিফলন যা সুবিনস্ত ও সংশোধিতরূপে গড়ে ওঠে। কেন একটি পাথরের টুকরো নীচের দিকে পড়ে, আগুনে কেন হাত পোড়ায়—এসব প্রশ্নের যখন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি না। তখন আমরা কি নিজেদের সন্তুষ্ট করতে পারব জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতির পরিস্থিতি, আকার এবং চিরস্থায়িত্ব বিষয়ে?

হিউমের মতে, সংখ্যা ও পরিমাণ হল বিমূর্ত বিজ্ঞান ও প্রমাণের একমাত্র বিষয়। বস্তুস্থিতি ও অস্তিত্ব সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে আসে অন্যান্য বিষয়গুলি। নৈতিকতা যথার্থই বোধশক্তির বিষয় নয়, তা হল রুচি এবং আবেগপ্রবণতার (taste and sentiment) বিষয়। ধর্মতত্ত্বের বিষয়গুলি, অর্থাৎ ঈশ্বর অমরতা প্রভৃতি, বিশ্বাসের বিষয় হতে পারে, কিন্তু দার্শনিক যুক্তিতে প্রমাণযোগ্য নয়। 'Enquiry' গ্রন্থের শেষ ছত্রে হিউম নির্দেশ দিয়েছেন—যদি গ্রন্থাগারে গিয়ে একটি ধর্মতত্ত্ব (Theology) অথবা পণ্ডিতি অধিবিদ্যার (School Metaphysics) গ্রন্থ হাতে নেওয়া যায় তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এর মধ্যে কী পরিমাণ অথবা সংখ্যা বিষয়ক বিমূর্ত যুক্তি রয়েছে? যদি তা না হয়, তাহলে কি বস্তুস্থিতি ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত পরীক্ষামূলক বিষয় রয়েছে? তাও যদি না হয় তাহলে একটিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করো, কারণ এতে মিথ্যা কুতর্ক ও ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নেই (Commit it then to flames : for it can contain nothing but sophistry and illusion)।

■ **মিতবাক সংশয়বাদের মূল্যায়ন ঃ** পাইরোবাদের চূড়ান্ত সংশয়বাদও জীবনের দাবির সঙ্গে সংগতি রেখে হিউমের সংশয়বাদের মধ্যপথ নির্মিত হয়েছে। তিনি এমন সংশয়বাদী নন যিনি জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করবেন। হিউম যা অস্বীকার করেন তা হল বস্তুস্থিতি সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক জ্ঞানের দাবিকে।

রাসেল মনে করেন, যে হিউমের সংশয়বাদ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাঁর আরোহ অনুমানের সূত্রটি বর্জন করার ওপর। ওই সূত্র অনুযায়ী, যদি দেখা যায় যে, A প্রায়শই B-এর সঙ্গে অথবা B-এর পূর্বে উপস্থিত হয়েছে এবং কখনোই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি তাহলে এই ব্যাপারটা সম্ভব যে পরবর্তী ক্ষেত্রে A-কে দেখা গেলে B-কেও দেখা যাবে। হিউম এই পূর্বাপর সম্বন্ধের অনুমান স্বীকার করবেন না। রাসেলের মতে, আরোহ হল একটি স্বতন্ত্র যৌক্তিক সূত্র যেটিকে অভিজ্ঞতা থেকে অথবা অন্য কোনো যৌক্তিক নীতি থেকে অনুমান করা যায় না। এই সূত্র ছাড়া বিজ্ঞান অসম্ভব।[2]

এয়ার প্রমুখ লেখকরা মনে করেন যে, সংশয়বাদীরা জ্ঞানের খুবই সবল সংজ্ঞা (strong definition) দিয়ে শুরু করেন এবং তারপর সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ওই সংজ্ঞাকে প্রয়োগ করা যায় না দেখে অতৃপ্ত হন। ড. মহান্তি লিখেছেন, 'Hume was not entirely free from this Procedure'। সমালোচক হেল্ডেল সঠিকভাবেই বলেছেন যে হিউমের সংশয়বাদের কারণ হল প্রাকৃতিক বিষয়ে এবং চিন্তার বিষয়ে অনিশ্চয়তার উপস্থিতি।

Scanned by CamScanner

সি. আর. মরিস বলেছেন যে, হিউম নিজেকে যতটা সংশয়বাদী ভেবেছিলেন, ততটা সংশয়বাদী তিনি নন। এই মন্তব্য করার কারণ হল যে, সংশয়বাদী হয়েও তিনি একাধিক বিষয়কে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, যদিও ভাবী বিষয় সম্পর্কিত কোনো অনুমানের ওপরই আমরা নির্ভর করতে পারি না, তথাপি প্রাণীকুলের মতো সহজাত বৃত্তির ওপর নির্ভর করে এবং অভ্যাসের ওপর ভরসা রেখে জীবনযাপন করা যায়।

হিউম কারণ-কার্যের আবশ্যিকতাকে মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং অভ্যাসকে বলেছিলেন জীবনের মহান পরিচালক (Custom is the great guide of human life)। হিউম অলৌকিক ঘটনাকে (Miracle) বাতিল করে বলেছিলেন —A miracle is a violation of the laws of nature [Enquiry, p-97]।[1]

হিউমের মৃত্যুশয্যায় শেষ সাক্ষাৎকারে জেমস্ বসওয়েল হিউমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মৃত্যুর পরেও একটি জীবন থাকবে এমনকি তিনি মনে করেন না। উত্তরে হিউম বলেছিলেন, এটি সম্ভব যে একটি কয়লার টুকরো আগুনে ফেলে দিলেও সেটি জ্বলে উঠল না। আসলে হিউম এখানে যৌক্তিক সম্ভাব্যতার কথা বলেছেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি কোনোভাবে আত্মা বলে কথিত স্থায়ী আধ্যাত্মিক দ্রব্যের সন্ধান করতে চাননি।

গণিতের অভ্রান্ততায় হিউমের সংশয় ছিল না; সামাজিক বিজ্ঞানকে তিনি স্বীকার করেছেন, ইউরোপের দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেছেন। কাজেই হিউম নিজেকে চূড়ান্ত সংশয়বাদী বলেননি, বরং চূড়ান্ত সংশয়কে প্রশমিত করে জীবনের দাবিকে মেনেছিলেন। দর্শনকে মতান্ধতা ও নির্বিচারী করে তোলার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হিউম বলেছেন, Nature is always too strong for principles'। তিনি উপদেশ দিয়ে বলেন দার্শনিক হও, কিন্তু সকল দর্শন সত্ত্বেও মানুষ হও।[2]

Scanned by CamScanner